বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 30 OCT 1988 ...
পৃষ্ঠা ...

081

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

বিএ (পাস) পাঠ্যক্রমে ইংরেজীর পুনঃপ্রবর্তন প্রসংগে

সৈয়দ নকীব মুসলিম

বর্তমানে বিএ (পাস) পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের আবশ্যিকভাবে ইংরেজী বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে না। বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজীকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য এই ভাষাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে মর্যাদা দেয়ার চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। যদিও দেরীতে। এর পাশাপাশি বিএ (পাস) পরীক্ষায় ইংরেজীকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পুনরায় অন্তর্ভূক্ত করা যায় কি-না তা-ও বিবেচনা করা হচ্ছে। কিন্তু ইতিমধ্যে এই শেষোক্ত বিষয়ের উপর তুমুল বিতর্ক জমে উঠেছে। আমি এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে চাই না। কারণ ইংরেজীর গুরুত্বের বিষয়টি বিতর্কের উর্ধ্বে। যাঁরা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে অহেতুক সাধারণ ব্যাপারকে অসাধারণ এবং অসাধারণ ব্যাপারকে সাধারণ করার চেষ্টা করছেন তাঁদের অবগতির জন্য দু'একটি মন্তব্য রাখতে চাই।

বেগম নাসরীন আকতার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ইংরেজীকে বিএ (পাস) পরীক্ষার আবশ্যিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্তির বিপক্ষে মত পোষণ সংক্রান্ত জনাব মিন্নত আলীর "একটি প্রতিবাদ" শীর্ষক লেখাটি পড়লাম। জনাব আলীকে ধন্যবাদ। তবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁর মূল বিষয় সম্পর্কে মতামত দেয়ার কারণে নয়। বেগম নাসরিন আকতার এবং জনাব জামাল আরশাদ ইংরেজী ভাষার গুরুত্ব ও বিএ (পাস) পাঠ্যক্রমে এর অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে পৃথকভাবে যে বক্তব্য রেখেছেন তা আমার পড়ার সৌভাগ্য বা সুযোগ হয়নি। কিন্তু জনাব আলী নিজের যুক্তি খাড়া করতে গিয়ে তাঁর লেখাটিতে তাদের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি বা উদ্ধৃতি করায় ঐ দু'জনের মতামতের সারাংশ উদঘাটন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ধন্যবাদ আসলে সে কারণে। ইংরেজীর গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন করে বলার মতো কিছু নেই। গত রোববার (২৭শে ভাদ্র) তারিখে "শিক্ষা ও বিজ্ঞান" পৃষ্ঠায় জনাব আলী হোসেন অত্যন্ত সুন্দর ও অকাট্য যুক্তি দিয়ে সার্থকভাবে তা উপস্থাপন করেছেন। জনাব মিন্নত আলীর উত্থাপিত বক্তব্যের মূল বিষয় হচ্ছে—ইংরেজীকে বিএ ক্লাসের আবাশ্যিক বিষয় হিসাবে না রেখে ঐচ্ছিক হিসাবে রাখা উচিত।

নিজের ভাষা শুদ্ধ করে বলা ও লেখার ক্ষমতা অর্জন করা সহজ নয়। সুতরাং একটি বিদেশী ভাষা আয়ত্তে আনা অবশ্যই কঠিন। এর জন্য চাই সদিচ্ছা, পরিশ্রম, সাধনা ও চর্চা। কোন জিনিস সাধনার পরিবর্তে সহজে ও বিনা কষ্টে অর্জন করার প্রবণতা আমাদের অধিকাংশেরই। যদি কোন জিনিস সহজে না পাওয়া যায় তবে আংগুর ফলকে টক্ বলতে আমাদের সংকোচ হয় না। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বেলায়ও তা-ই ঘটেছে এবং ঘটছে। নিজের অপারগতাকে দোষ না দিয়ে বরং যা পেতে অনেক কষ্ট হচ্ছে তাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারলেই যেন চিত্তে সুখ পাওয়া যাবে।

যুক্তি দেয়া হয় যে, যেহেতু ইংরেজীতে বেশীসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হয় সে কারণে ইংরেজীকে পাঠ্যক্রম থেকে বহিষ্কার করলে তাদের পাস করানো সহজ হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—কেউ যদি ইংরেজীতে অকৃতকার্য হয় তবে সে দোষ কি সেই বিষয়টির—শিক্ষকের, না শিক্ষার্থীর? বিদেশী ভাষার ধূয়ো তুলে অকৃতকার্যতার দোষ ভাষার উপর চাপিয়ে দেয়াটা কি এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা নয়?

কারো কারো মুখে এমনও শুনা যায় যে, পুরানো আমলে বিএ পাস করতে হলে বানার্ডশ-এর মূল নাটক, সেই কাপিয়ারের নাটক ও সনেট পড়তে হতো এবং এরই ফলশ্রুতিতে এখনো অনেক এমএ পাস ব্যক্তিদেরকে একটি দরখাস্ত ইংরেজীতে লেখার জন্য ঐ বিএ এমনকি আইএ পাস ব্যক্তির কাছে ধরনা ধরতে হয়। সেদিন পাবলিকসার্ভিস কমিশনের এক পরীক্ষক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কথা প্রসংগে তিনি বলেন যে, BIWTC-র abbreviation লিখতে গিয়ে Inland শব্দটির বানান বিসিএস পরীক্ষার্থীর শতকরা ৮৫% জন পরীক্ষার্থী ভুল করেছে। বিএ পাস ডিগ্রীর মান তথা শিক্ষার মান কোথায় নেমে গেছে তা এখান থেকেই অনুমান করা যায়। বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই সকল ব্যক্তিগণ যখন প্রশাসনের খাতায় নাম লেখাবেন—কি মানের প্রশাসক তারা হবেন? বিএ কোর্সে ইংরেজী না পড়েই যখন এত সহজে এত সম্মানী ব্যক্তি হিসাবে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তখন এত শ্রম, এত সাধনা, এত অনুশীলনে সময় ব্যয় করে কি লাভ? এই প্রশাসকরাই দেশের প্রতিনিধি হয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার, আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে যাবেন এবং তাঁদের করুণ অবস্থার কথা সহজেই কল্পনা করা যায়। এ প্রসংগে কোলকাতা বিমান বন্দরে আমার এক বিমান সহযাত্রী ভারতীয় ভদ্রলোক-এর মন্তব্য মনে পড়ে। কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, যখন দেখবেন কোন বিদেশী বিমান বন্দরে একটি লোক কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে অসহায় হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছে, তখন নিশ্চিত জানবেন যে সে লোকটি বাংলাদেশের। কারণ বিদেশী বিমান বন্দরে মাতৃভাষার চর্চার কোনো অবকাশ নেই। জনাব জামাল আরশাদ তো ভালোই বলেছেন। আমার এক বালাতো ভাই যিনি জনাব মিন্নত আলীর মতো শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত একদিন বলেছিলেন—আমাদের দেশে এমন একদিন আসবে যখন ইংরেজী জানা মানুষ হারিকেন দিয়ে খুঁজে বের করতে হবে।

এবার আমার এক বিএ পরীক্ষার্থিনী আত্মীয়ার কথা বলি। ইংরেজী না পড়েই বিএ পাস করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি অত্যন্ত তৃপ্ত। তবে তৃপ্তির সাথে কিছুটা আশংকাও আছে, আশংকার কারণ এই যে, ইংরেজীকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে বাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে ভুল করেছেন সে ভুলের ঘোর খুব শীঘ্রই কেটে যাবে এবং সে ভুল সংশোধন করে কর্তৃপক্ষ ইংরেজীকে বিএ ক্লাসের পাঠ্যক্রমে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পুনঃপ্রবর্তন করবে। অতএব, কর্তৃপক্ষের সেই ভুল ভাংগার আগেই যেভাবেই হোক গ্রাজুয়েটের খাতায় নাম লেখাতে হবে এবং তাঁরই মতো ইংরেজী না জানা প্রশাসকের বিয়ের উপযুক্ত গ্রাজুয়েট কনে প্রার্থী হিসাবে নিজেকে হাজির করানো সম্ভব হবে।

জনাব মিন্নত আলী তাঁর লেখাতে জনাব আরশাদ এবং বেগম আকতারের বক্তব্যের যতোটুকু উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে প্রতিবাদ করার মতো কিছু দেখি না। বরং তাঁদের সংগে একাত্ম হয়ে মাতৃভাষার উন্নয়নের সাথে সাথে একটি আন্তর্জাতিক ভাষাকে সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করার উপায় ও কৌশল খুঁজে বের করতে হবে। যারা পরিশ্রমবিমুখ, সাধনা করতে অনিচ্ছুক, অনুশীলনে অধৈর্যশীল তাঁদের উদ্বুদ্ধ করাই হবে আমাদের সকলের কর্তব্য। এ ব্যাপারে শিক্ষকের দায়িত্ব সর্বাধিক ও অপরিসীম।